দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 13 MAY 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

কর্মী ব্যবস্থাপনার জনক বলে পরিচিত রবার্ট ওয়েন বলেছেন যে, যন্ত্রপাতির জন্য অর্থ বিনিয়োগ করে যে ফল লাভ করা যায়, মানুষের শিক্ষার জন্য তা বিনিয়োগ করলে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী ফল পাওয়া যায়। আজকের পৃথিবীতে জাপানের উন্নয়ন সকলে প্রশংসার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করে। জাপানের এই চমৎকার উন্নয়নের পেছনে শিক্ষা খাতে পরিকল্পিত অধিক বিনিয়োগ একটি অন্যতম কারণ। বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যও শিক্ষা খাতে পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। দেশে শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য হারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি না করাতে স্বাধীনতা-উত্তর দুই দশকে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পায়নি। অথচ দেশের উন্নয়নের জন্য শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা ছাড়া বিকল্প নেই। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা খাতে বাংলাদেশের কর্মদক্ষতা নিদারুণভাবে কম। একজন অশিক্ষিত বা স্বল্প-শিক্ষিত কর্মী অপেক্ষা একজন শিক্ষিত কর্মী অধিক দক্ষভাবে ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকেন।

অত্যন্ত উদ্বেগের সংগে এটা পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে যে, বিগত দেড় দশক যাবৎ এসএসসি, এইচএসসি, ডিগ্রী ইত্যাদি পরীক্ষায় বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হচ্ছে। অধিকাংশ শিক্ষার্থী দরিদ্র হওয়ার কারণে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের একটা বৃহৎ অংশ অধ্যয়ন ছেড়ে দিচ্ছে।

দেশে বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাতে শিক্ষার্থীরা তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষার পূর্বে দুই/একমাস আদা-জল খেয়ে অধ্যয়ন করে এবং শিক্ষা বৎসরের অবশিষ্ট সিংহভাগ সময় উদাসীনভাবে অপচয় করে। বর্তমানে বিদ্যালয়সমূহে বাৎসরিক এবং মহাবিদ্যালয়সমূহে দ্বি-বাৎসরিক ভিত্তিতে চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। চূড়ান্ত পরীক্ষার পূর্বে অধিকাংশ শিক্ষার্থী অধ্যয়নে মনোযোগ প্রদান করে। এই অবস্থায় প্রথম শ্রেণী হতে ডিগ্রী শ্রেণী পর্যন্ত ছয় মাসের সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করলে এবং প্রতি দু'মাস অন্তর চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হলে প্রতি সেমিস্টারে শিক্ষার্থীরা দুই মাস করে বিশেষ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করবে। এতে অধ্যয়নের প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান অপেক্ষা দ্বিগুণের বেশী সময় তারা অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকবে এবং অধিক জ্ঞান অর্জন করবে। এই পরিবর্তিত অবস্থায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে। স্বভাবতঃই দেশে শিক্ষিতের হারও কিছু বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্যের কারণে প্রথম শ্রেণী হতে প্রতি উচ্চতর শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপক হারে হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষিতের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির জন্য দেশের দরিদ্র জনগণের দরিদ্রতা দূর করা অপরিহার্য।

তবে শিক্ষার সময়কাল হ্রাস করেও শিক্ষিতের হার কিছুটা বৃদ্ধি করা সম্ভব। বর্তমানে প্রচলিত প্রথম শ্রেণী হতে এসএসসি পর্যন্ত দশ বৎসরের কোর্সটি ১৬টি ছয় মাসের সেমিস্টারে পুনর্বিন্যাস করে কোর্সটির সময়কাল দুই বৎসর হ্রাস করা যেতে পারে।

মোঃ আশরাফ হোসেন